দেগঙ্গায় বাঙালীর মহোৎসব দুর্গাপূজা বন্ধ কেন ?

গত ইং ০৬/০৯/২০১০ সোমবার দেগঙ্গা চট্টল সমিতির মন্দিরের রাস্তাকে কেন্দ্র করে ৩দিন ধরে হিন্দুদের উপর সীমাহীন অত্যাচার হয়। হিন্দু মন্দির, বাড়ীঘর, দোকানপাট লুঠপাট চলে। বসিরহাটের এম.পি.হাজী নুরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে প্রতিমা ভাঙা হয়, প্রণামীর বাক্স লুঠ করা হয় এবং যথেচ্ছভাবে ধর্মস্থান অপবিত্র করা হয়। ৬ তারিখে ঐ লুণ্ঠনকারীরা সুযোগ বুঝে বে-আইনীভাবে দেগঙ্গা মসজিদে মাইক তুলে দেয়। বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মা-বোনেদের উদ্দেশ্যে নাম ধরে ধরে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়। প্রায় ৮টি গ্রামের হিন্দুরা বাড়ী-ঘর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করে। প্রশাসনের অকর্মন্যতার সুযোগে মুসলিমরা এই জঘন্য অত্যাচার চালায় এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনী কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে। পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমদের উপর পুলিশের কোনোরকম লাঠি চালানোর ও নির্দেশ নেই, এই কথা মুসলিম হামলাকারীরা জানতে পেরে তারা হিন্দুদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। এমন কি সুযোগ পেয়ে পুলিশকেও গণধোলাই দেয়। ধর্মস্থানের উপর হামলা, দোকানপাট লুঠপাট এবং বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা হিন্দু জনমানসে ভীতির সঞ্চার করে এবং প্রশাসনের উপর আস্থা নষ্ট হয়।

এমতাবস্থায় দেগঙ্গা ব্লক এলাকাধীন সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলি একটি সভায় মিলিত হয় এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হিন্দুদের পক্ষ থেকে একটি দাবীপত্র দেগঙ্গা থানা আধিকারিকের নিকট দাখিল করা হইবে। সেই মত থানায় দাবীপত্র দেওয়া হয় এবং থানার বড়বাবু ৩দিন সময় নেন। কিন্তু ১০-১২দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। সে কারণে নিরুপায় হয়ে দেগঙ্গা ব্লক এলাকার সমস্ত দুর্গাপূজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যদিও আমরা জানি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক হবে। নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা হবে যে, পূজা করা না হলে অ-হিন্দুরা উৎসাহিত হবে। কিংবা হিন্দু ঘরের মা বোন এবং শিশুরা পূজার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রশাসন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদা ও দিদিরা এই হিন্দু ঐক্য ভাঙ্গার জন্য সকল রকম চেষ্টা চালাবে। কারণ হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হোক এটা কোনো পক্ষই চায় না।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য দিনের পর দিন যেভাবে হিন্দুদের উপর আঘাত আসছে তাতে আগামী দিনে হিন্দুরা আর পূজা পার্বন করতে পারবে তো ? মা বোনের ইজ্জত, আমাদের কষ্টার্জিত বাড়ী-ঘর, ব্যবসা আমরা বাঁচাতে পারবো কি ? যদি না আমরা এখনও ঐক্যবদ্ধ হই ? আজ চট্টল পল্লীর পূজায় আঘাতের অর্থ গোটা হিন্দু সমাজের উপর আঘাত বলে আমরা মনে করি। সেকারণে এই বছর দুর্গাপূজা বন্ধ করে হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধ চেহারাটা তুলে ধরি এবং প্রশাসন এবং মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে বুঝিয়ে দিই যে, হিন্দু সমাজকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে সর্বনাশা খেলায় তারা মেতেছে তা থেকে তারা বিরত হোক। আর হিন্দুরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে জানে।

আমাদের দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

১)সমস্ত অভিযুক্ত আসামীগণকে গ্রেফতার করে যথোপযুক্ত ধারা প্রয়োগ করতে হবে।

২)সকল ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অবিলম্বে সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩)দেগঙ্গা মসজিদ থেকে অবিলম্বে মাইক নামাতে হবে এবং পুনরায় যাতে আর কোনদিন মাইক তুলতে না পারে সে বিষয় সু-নিশ্চিত করতে হবে।

৪)বেলেঘাটার বাচ্চু কর্মকারের উপর থেকে গুলি চালানোর মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে।

৫)চট্টলপল্লীর পুজা মন্ডপের যাওয়া আসার জন্য ব্যবহারিত ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা যেটি ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে ব্যবহারিত হয়ে আসছে সেটি কোনমতে খর্ব করা যাবে না।

৬)০৬/০৯/২০১০ থেকে ০৮/০৯/২০১০ তারিখ-এই তিনদিন ধরে দেগঙ্গার বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে লুঠ, ভাঙ্গচুর, মার-ধর, মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গা, অগ্নি সংযোগ এবং মহিলাদের সম্ভ্রম হানির মত ঘটনা ঘটেছে। আর পুলিশ বার বার বলেছে রমজান মাস চলছে, মুসলমানদের উপর কোন রকম লাঠি চালানোর নির্দেশ নেই। প্রশাসনকে পরিষ্কার করে জানাতে হবে কার নির্দেশে হামলাকারীদের উপর লাঠি পর্যন্ত চালানো বন্ধ ছিল ? তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

।। দেগঙ্গা ব্লক পূজা সমন্বয় কমিটির পক্ষে প্রচারিত ।।